ইত্তেফাক

A66

তারিখ ৭|২|৮১
পৃষ্ঠা ৭

071

৪৫ জন মেডিক্যাল ছাত্রের বিরুদ্ধে সিআইডির চার্জশীট

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

দেশের ৭টি মেডিক্যাল কলেজে ভুয়া মার্কশীট ও সার্টিফিকেট দাখিল করিয়া এমবিবিএস কোর্সে অধ্যয়নরত ১০৩ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে ৩৪টি মামলার তদন্ত শেষে ৪৫ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে সিআইডি পুলিশ চার্জশীট দাখিল করিয়াছে। অবশিষ্ট ৪১টি মামলার তদন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে রহিয়াছে। একটি সুসংগঠিত দল ভুয়া মার্কশীট ও সার্টিফিকেট সরবরাহের কাজে লিপ্ত রহিয়াছে। সিআইডি পুলিশ উল্লিখিত মামলাগুলি তদন্তের সময় বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারী, ছাপাখানার মালিক ও কিছুসংখ্যক দালালের একটি সংগঠিত চক্রের সন্ধান পায়। তাহাদের

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

চার্জশীট

(১ম পৃঃ পর)

বিরুদ্ধেও মমেলা দায়ের করা হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস না করিয়াও ৭ জন ছাত্র ভুয়া পাস সার্টিফিকেট লইয়া এম.বি.বি.এস কোর্সে ভর্তি হইয়া ২ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছে। পরে তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইলে তাহারা মেডিক্যাল কলেজ হইতে উধাও হয়।

ভুয়া মার্কশীটধারী ছাত্রদের মধ্যে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ১২জন, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ৩ জন, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ২৭ জন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ১ জন, রংপুর মেডিক্যাল কলেজের ১০ জন, বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের ৮ জন এবং সিলেট মেডিক্যাল কলেজের ১ জন ছাত্রীসহ মোট ১৪ জন ছাত্রছাত্রী রহিয়াছে।

ইতিমধ্যে ভুয়া মার্কশীটধারী ৩ জন ছাত্র কলেজ পরিবর্তন করিয়া অন্য মেডিক্যাল কলেজে চলিয়া গিয়াছে। অবশ্য পুলিশ তাহাদের কাগজপত্র 'সীজ' করিয়াছে। ১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে এই ভুয়ামার্কশীট লইয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি কেলেঙ্কারি ধরা পড়ে। সিআইডি পুলিশ দেশের ৭টি মেডিক্যাল কলেজে মোট ৭৫টি মামলা দায়ের করে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, পুলিশ এইসমস্ত ভুয়া মার্কশীটধারী ৩১জন ছাত্রকে গ্রেফতার করিয়াছে।

এ ব্যাপারে সিআইডি'র ডিআইজি জনাব আবুল খায়ের মোসলেউদ্দীনের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, ভুয়া মার্কশীটধারী ১০৩ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে ৭৫টি মামলা দায়ের করার পর ভুয়া মার্কশীট দিয়া কলেজে ভর্তির প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। এমন কি, চলতি বৎসরে এই ধরনের কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।